ধন-সম্পদ

প্রয়োজনীয়তা ও অপব্যবহারের পরিণতি

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

Contents

ধন-সম্পদ

প্রয়োজনীয়তা ও অপব্যবহারের পরিণতি

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১১০

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

المال : حاجته وعاقبة سوء معاملته

تأليف: الدكتور/محمد سخاوت حسين

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি./মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

DHON-SHOMPAT: PROYJONIOTA O OPOBBEBOHERER PORINOTI by Dr. Muhammad Sakhawat Hossain, Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ নং
প্রকাশকের নিবেদন	৫
ভূমিকা	৬
১ম অধ্যায়: ধন-সম্পদ	৭
ধন-সম্পদ ফিৎনা	৭
প্রাচুর্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা	৮
জাহান্নামী ধনী ব্যক্তি দুনিয়ার বিলাসিতা ভুলে যাবে	১৩
সম্পদ উপার্জনে ইসলামের বিধান	১৪
ধন-সম্পদে সীমালংঘন	১৬
❍ সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘন	১৬
❍ সূদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	১৬
❍ ওযনে কম দান ও প্রতারণামূলক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	২০
❍ ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	২২
❍ ইয়াতীমদের মাল আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	২৩
❍ মদ-জুয়া-লটারীর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	২৬
• মদ হারামের প্রেক্ষাপট	২৭
• মদ হারামের পর মদীনার চিত্র	২৯
• মদ পানের শাস্তি	৩৪
• মদের ব্যবসা হারাম	৩৮
• জুয়া-লটারী	৩৯
❍ সন্দেহজনক উপার্জন	৪১
❍ জবরদখলের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	৪৫
❍ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ	৪৯
ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন	৫২
❍ কৃপণতা করা	৫২
❍ ওশর-যাকাত প্রদান না করা	৫৪
❍ উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা	৫৬
❍ পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ না করা	৫৯

Contents

২য় অধ্যায়: গরীব ও দুর্বলশ্রেণীর মর্যাদা ৬২
গরীব ও মিসকীনদের ভালবাসতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ৬৩
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন যাপনে দরিদ্রতা ৬৪
গরীব ও দুর্বলদের মর্যাদা ৭১
- গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয় ৭১
- জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ সম্পদহীন গরীব ৭২
- ধনীদের পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ ৭৪

৩য় অধ্যায় : ইয়াতীম প্রতিপালন ৭৬
ইয়াতীম অর্থ ৭৬
ইয়াতীমের বয়সসীমা ৭৭
ইয়াতীম প্রতিপালনের গুরুত্ব ৭৮
ইয়াতীম প্রতিপালনের ফযীলত ৮০
- জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় ৮১
- জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন ৮২
- রিযিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাযিল হয় ৮৩
- ইয়াতীম প্রতিপালনে হৃদয় কোমল হয় ৮৩
- আত্মীয় ইয়াতীম প্রতিপালনে দ্বিগুণ নেকী ৮৪

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ৮৪
ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণতি ৮৬
ইয়াতীম প্রতিপালনের ধরন ৮৯
- লালন-পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান ৮৯
- শিক্ষা-দীক্ষা ৯০
- ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দান ৯১
- উপযুক্ত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা করা ৯৪

মুমিনদের করণীয় ৯৭
- কাউকে অবজ্ঞা না করা ৯৭
- নিম্ন স্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ৯৮
- অল্পে তুষ্ট থাকা ৯৯
- দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া ১০০
- হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা অনুধাবন করা ১০১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم

بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

ধন-সম্পদ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে যে সকল নে'মতরাজি দিয়ে সুশোভিত করেছেন, তার মধ্যে ধন-সম্পদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সকল নে'মতরাজির মত ধন-সম্পদও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। মানুষ চাইলে এর সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে যেমন দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হ'তে পারে, আবার এর অপব্যবহার করে উভয় জাহানে মহাবিপদ ডেকে আনতে পারে। এজন্য পবিত্র কুরআনে মাল-সম্পদকে যেমন দুনিয়াবী জীবনের সৌন্দর্য বলা হয়েছে *(কাহাফ ৪৬)*, তেমনি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখকারী ফিৎনা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে *(আল-মুনাফিকূন ৯; আত-তাগাবুন ১৫)*। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতিকে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যিকভাবে দিতে হবে, তা হ'ল কোন পথে সে তার সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কিভাবে তা ব্যয় করেছে *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*। শুধু তা-ই নয়, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, ঐ দেহ জান্নাতেই প্রবেশ করবে না *(মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। সুতরাং আল্লাহ্র দেয়া এই নে'মতকে কিভাবে হালাল পথে উপার্জন করা যায়, কিভাবে এর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা যায় এবং সর্বোপরি কিভাবে সম্পদ উপার্জনে হারাম ও সীমালংঘনের পথ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অতীব যরূরী।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ধন-সম্পদ উপার্জনের নীতি ও তার সঠিক ব্যবহার এবং সেই সাথে অবৈধ উপার্জন ও সীমালংঘন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ও গবেষণামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা মাননীয় গ্রন্থকারসহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ এবং বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি আমাদেরকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। পাশাপাশি তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে কে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে তা পরীক্ষা করার জন্য *(মূলক ৬৭/২)*। দুনিয়াটা তাই মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। তিনি ধন ও জন দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। দুনিয়ার এই পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হবেন আখেরাতে তিনিই সফলতা লাভ করবেন। আর যিনি অনুত্তীর্ণ হবেন তিনি ব্যর্থকাম হবেন। দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য যেমন অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন আছে তেমনি তা উপার্জনে ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের পরিণতিও ভয়াবহ। বক্ষ্যমাণ বইতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বইটিকে ৩টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। **১ম অধ্যায়ে** সম্পদ উপার্জনের শারঈ বিধান, সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সম্পদের আধিক্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা ও জাহান্নামী ধনী ব্যক্তির দুনিয়াবী বিলাসী জীবন বিস্মৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করে অবৈধ ভাবে সম্পদ উপার্জন থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। **২য় অধ্যায়ে** দারিদ্র্যের কারণে সামাজিকভাবে যারা অসহায়, অবহেলিত, মর্যাদাহীন, আল্লাহ্র নিকটে তাদের সম্মানজনক অবস্থান এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবী জীবনের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ইতিহাস তুলে ধরে গরীব ও দুর্বলদের প্রতি অবজ্ঞা না করার নছীহত করা হয়েছে। **৩য় অধ্যায়ে** সমাজের অপর অসহায় শ্রেণী ইয়াতীম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন এই অসহায়দের প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফযীলত বিধৃত হয়েছে এই অধ্যায়ে। আলোচিত হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারীর পরিণতি। সবশেষে মুমিনদের করণীয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে নাতিদীর্ঘ পরিসরে।

দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করে জান্নাতের রাজপথে দ্রুতপদে অগ্রসরমাণ মুমিনের জন্য বইটি সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠকদের হৃদয়তন্ত্রীতে আখেরাতের অনুভূতি জাগ্রত হৌক এটিই আমাদের কাম্য। যাবতীয় হারাম বর্জন করে হালাল উপার্জনে ব্রতী হওয়াই আমাদের প্রত্যাশা। বইটি প্রকাশে সহযোগী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দো'আ রইল। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আখেরাতে নাজাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন-আমীন!!

-লেখক

১ম অধ্যায়

ধন-সম্পদ

মানব জীবনে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্পদ বিনে ছোট্ট একটি পরিবার পরিচালনাও দুঃসাধ্য। সেকারণ প্রত্যেক বনু আদমকেই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারের পথ অবলম্বন করতে হয়। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– ‘যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(জুম‘আ ৬২/১০)*। সুতরাং মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি এর উপার্জন ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের পরিণতিও ভয়াবহ।

ধন-সম্পদ ফিৎনা :

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিৎনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। সম্পদের কারণেই মানুষ মানুষকে খুন করছে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, ভাই-ভাইয়ে মারামারি, প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে সম্পদ। সম্পদের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আবার এর অপব্যবহারের ফলে সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। সম্পদ তাই বাস্ত বিকই এক মহা ফিৎনা। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ– ‘জেনে রেখ! নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে ফিৎনা বা পরীক্ষা। আর আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার’ *(আনফাল ৮/২৮)*।

কা‘ব বিন ‘ইয়ায (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ- ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে। আর আমার

উম্মতের ফিৎনা হচ্ছে সম্পদ'।[১] তবে আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য তা কখনো ফিৎনা নয়। কেননা সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ উপার্জন ও বিলি-বণ্টন করে। দুনিয়ার জন্য দুনিয়া নয়, বরং আখেরাতের জন্য সে দুনিয়া অর্জন করে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى- 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দিব' *(লায়ল ৯২/৪-৭)*। অর্থাৎ জান্নাতের জন্য সহজ করে দিব।

প্রাচুর্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের দরিদ্র হওয়াকে ভয় করতেন না বরং ধনী হওয়াকেই বেশী ভয় করতেন। কেননা ধনীরা সাধারণত প্রাচুর্যের মোহে দ্বীন-ধর্ম ভুলে যায়। দুনিয়ার প্রতি তারা এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, মহান আল্লাহ্র নে'মতকেই অস্বীকার করে বসে। যেমনটি বিগত যুগে সম্পদগর্বী কারূণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যাকে আল্লাহ এত অধিক পরিমাণে ধনভাণ্ডারের মালিক করেছিলেন, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬)*। যখন তার কওম তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর বিনিময়ে আখেরাতের গৃহ সন্ধান করার, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করার এবং সীমালংঘন না করার উপদেশ দিলেন, তখন গর্বভরে কারূণ বলেছিল, إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ- 'এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতেও শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধন-সম্পদে ছিল অধিক প্রাচুর্যময়। বস্তুতঃ অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*। ফলশ্রুতিতে কারূণের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসল। তার ধনভাণ্ডারসহ আল্লাহ তাকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলেন। আল্লাহ

১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৪, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯২।

বলেন, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ– ‘অতঃপর আমরা কারূণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দলবল ছিল না, যারা আল্লাহ্র শাস্তি হ’তে বাঁচতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

এভাবে আল্লাহ সে যুগের শ্রেষ্ঠ ধনী আত্মঅহংকারী কারূণকে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সম্পদগর্বীদের সাবধান করে দিলেন যে, মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কেবলমাত্র নিজ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা দিয়ে সম্পদশালী হওয়া যায় না। আর অহংকার করে কেউ স্থায়ী হ’তে পারে না। কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে ‘হও’ বললেই ‘হয়ে যায়’।[২]

আমর বিন আউফ আনছারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসলেন। আনছারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে শরীক হ’লেন। যখন তিনি ছালাত পড়ে ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, আমার মনে হয় আবূ ওবায়দাহ বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে এসেছে, তোমরা তা শুনেছ। তারা বলল, হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ– ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহ্র কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশঙ্কা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব

২. সূরা বাক্বারাহ ২/১১৭; আলে ইমরান ৩/৪৭; ইয়াসীন ৩৬/৮২।

জীবনে প্রশস্ততা আসবে আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[৩]

একই মর্মে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। এ সময় তিনি বললেন, إِنِّىْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا، 'নিশ্চয়ই আমি আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের জন্য যার আশঙ্কা করছি তা হ'ল এই যে, তোমাদের উপরে দুনিয়ার শোভা ও তার সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে'।[৪]

এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উম্মতের শিরকে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করতেন। বিদায় হজ্জ শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّىْ وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ، وَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ-

'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে 'হাউযে কাওছারে'। আমি এখনি আমার 'হাউযে কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। অন্য বর্ণনায়

৩. বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩।
৪. বুখারী হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৫৭।

এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৫]

প্রিয় পাঠক! আমরা জানি, শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। যে পাপ ক্ষমা করবেন না মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন *(নিসা ৪/৪৮)*। এমনকি শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার কথাও ঘোষিত হয়েছে *(মায়েদা ৫/৭২)*। অথচ আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শিরকের পাপে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করেছেন। দুর্ভাগ্য যে, আমরা এ প্রতিযোগিতাই লাগামহীনভাবে করে চলেছি। দুনিয়া নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত যে, দুনিয়ার মালিকের কথা বেমা'লূম ভুলে যাই। ভুলে যাই মৃত্যুযন্ত্রণার কথা, অন্ধকার কবরের কথা। মনে হয় যেন দুনিয়াতে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব। অথচ দুনিয়ার জীবন নিতান্তই মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবন হচ্ছে চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'তোমরা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ আখেরাতের জীবনই কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৫-১৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ– 'যদি আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়ার মূল্য একটি মাছির ডানার সমপরিমাণ হ'ত, তাহ'লে তিনি কোন কাফেরকে দুনিয়াতে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না'।[৬] দুনিয়ার সাথে আখেরাতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ، 'আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবাল এবং দেখল যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে'।[৭] অর্থাৎ সমুদ্রের পানির

৫. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪০৪২-এর আলোচনা; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮; দ্র: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ: ৭৩০।
৬. তিরমিযী হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫১৭৭, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৬।
৭. মুসলিম হা/২৮৫৮; তিরমিযী হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৫১৫৬।